সিওল-এ এনএসজি প্লেনারি বৈঠক নিয়ে মুখপত্রের বিবৃতি

জুন ২৪,২০১৬

এনএসজি-র প্লেনারি বৈঠক আজ (জুন ২৪) সিওলে অনুষ্ঠিত হল। ভারত স্বাভাবিক কারণেই কক্ষে ছিল না। কিন্তু আমরা আমাদের বন্ধু এবং শুভানুধ্যায়িদের কাছ থেকে বুঝেছি যে, আলোচনা হয়েছে সদস্যপদ সম্প্রসারণ নিয়ে বা যাকে বলা হয় এনএসজি-তে 'অংশগ্রহণ', যা কোনওভাবেই প্রকল্পিত ছিল না।

ভারত তার সদস্য পদের জন্য মে '১২ আবেদন করেছিল, এনএসজি-র সঙ্গে তার অগ্রগতির অঙ্গীকার করে। আপনারা মনে করতে পারেন, আমরা এই অঙ্গীকার প্রথম করেছিলাম ২০০৪ সালে। এনএসজি কর্তৃক সর্বসম্মতিক্রমে ভারতের সঙ্গে অসামরিক পরমাণু সহযোগিতার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় সেপেম্বর ২০০৮ সালে। পরবর্তীতে এনএসজি-র সঙ্গে নিয়মিত আলোচনায় যোগ দিয়েছি। যেটা বিশেষ করে উল্লেখ্য যে, এটা কোনও নতুন বিষয় নয়। বস্তুত, এটা অন্যতম একটা বিষয় যা, ২০১১ থেকে এনএসজি-র প্রতিটি প্লেনারিতে আলোচনা হচ্ছে।

ভারতের আইএনডিসি-র প্রেক্ষিতে ২০৩০ সালের মধ্যে ৪০ শতাংশ অজীবাশ্ম বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য অবিলম্বে আমাদের এটা অর্জন জরুরি। এনএসজি নিয়ে পূর্বতন ইতিবাচক আলোচনা আমাদের প্যারিস চুক্তির দিকে অগ্রসর হওয়ার অনুমতি দিয়েছিল।

আমরা জানি, একটি দেশের ক্রমাগত আপত্তি ও বাধা সত্ত্বেও গত রাতে এনএসজি সদস্যপদ নিয়ে তিন ঘণ্টা দীর্ঘ আলোচনা হয়েছে। যথেষ্ট সংখ্যক দেশ এনএসজি বৈঠকে ভারতের সদস্যপদের আবেদন সমর্থন করেছে। আমরা তাদের প্রত্যেককে ধন্যবাদ জানাতে চাই। আমাদের আশা, বৃহত্তর মানবিকতার খাতিরেই বিষয়টি নিয়ে পরবর্তীকালে আলোচনা এগিয়ে নিয়ে যাওয়া হবে।

মনে করা হয় যে, এনএসজিতে ভারতের অংশগ্রহণে জন্য এনপিটিতে যোগদান আবশ্যিক। এনটিপি-র ব্যাপারে আমাদের নীতি সুপরিচিত। কিন্তু, আমি বিশেষ করে উল্লেখ করতে চাই, এ প্রসঙ্গে সেপ্টেম্বর ২০০৮ -এ স্বয়ং এনএসজিতে কী বলা হয়েছিল। সেপ্টেম্বর ২০০৮-এ প্যারাগ্রাফ ১ (এ) 'পরমাণু অস্ত্র বিস্তার রোধের চুক্তিকে বাস্তবায়িত করার সম্ভাবনার উদ্দেশ্যে' ভারতের অবদানকে স্বীকৃতি দেওয়া হয়। সেখানে এভাবে এনএসজিতে ভারতের ঘনিষ্ট বন্ধন এবং এনপিটি-র মধ্যে বৈপরিত্য করা হয়নি।

এটা আমরা বুঝেছি যে, অধিকাংশ দেশই প্রথম সিদ্ধান্তকে সমর্থন করেছে। কয়েকটি দেশ এনএসজিতে ভারতের অংশগ্রহণের ব্যাপারে প্রক্রিয়া সংক্রান্ত বিষয়টি উত্থাপন করে। এটা স্বতঃসিদ্ধ যে, আমাদের অংশগ্রহণের বিরোধিতা করতেই সেই প্রসঙ্গটি উত্থাপন করা হয়। এই ঘটনা সেই সকল দেশের সঙ্গে আমাদের দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের বিবাদই প্রতিপন্ন করে।

ভারত বিশ্বাস করে, পূর্বতন সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল বৃহত্তর বিশ্বজনিন স্বার্থে। এনএসজি-তে ভারতের যোগদান পারমাণবিক অস্ত্র বিস্তার রোধকে আরও জোরদার করবে এবং বিশ্বব্যাপী পারমাণবিক বাণিজ্যকরণকে আরও নিরাপদ করবে। এটা আগাম শক্তি নিরাপত্তা এবং জলবায়ু পরিবর্তন রোধ করতে সক্রিয় হবে। আমরা নিশ্চিত যে, এনএসজি এই সুবিধাগুলির বিষয়ে পরবর্তীতে আরও ভাবনাচিন্তা করবে।

তাসখন্দ

জুন ২৪, ২০১৬